তখন ছিলো অন্ধকার, এখনো?

ভজন সরকার

(১)

প্রবাসে আমরা যারা লেখালেখি করি বা চেষ্টা করি , অনেকে কি ভাবেন জানি না আমি অন্তত মনে করি, নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই । প্রবাসে কেনো, দেশেও সেই কাজটিই যে করি নি সেটা আমি মনে করি না । কারণ, একটি কবিতা কিংবা গল্প লেখেই দেশ উদ্বার করবো ,সে রকম ভাবার দিন একদিন থাকলেও এখন আর নেই । স্বপ্নের সেই দিনগুলোতে যখন সমাজতন্ত্রের চরকায় মাতৃভূমির নকশিকাঁথা আঁকতাম । কিংবা এফোঁড় ওফোঁড় করে সেলাই করতাম সাম্রাজ্যবাদের শক্ত জমিন মার্ক্সবাদের তীক্ষ্ণ সুঁইয়ে । যখন ভাবতাম প্রকৌশলী তো হরহামেশাই হচ্ছে, মার্ক্সবাদী হচ্ছে কত জন ? যন্ত্রের কারিগর থেকে দেশ গড়ার কারিগর হতে পারা অতি উত্তম ! কি-ই বা হবে এই সব ‘‘ ইটের পরে ইট মাঝে মানুষ কীট ’’ - বানিয়ে ? তার চেয়ে একজন সাচ্চা কমিউনিষ্ট হোতে পারা অনেক বেশী আত্ম-মর্যাদার । এই হতভাগা দেশের জন্যে অনেক বেশী মঙ্গলপ্রদ । ‘‘আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে –– ।’’

ভাগ্যিস , কমিউনিষ্টদের ঠেলাধাক্কায় পোড়-খাওয়া জনকের ধাথানিতে ফিরে এসেছিলাম আপাতঃ মনে হওয়া ভ্রষ্ট-পথে । তা না হলে আমার সে সময়ের সাম্যবাদি নায়কেরা , যাদের অনেকেই এখন বৈধ ,অবৈধ কিংবা চিরশত্রু সাম্রাজ্যবাদের কোলে মাথা রেখেই দলছুট হয়েছেন , তাদের দয়া দাক্ষিন্যেই জীবনপাত করতে হোতো । এ রকম অনেককেই আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে জানি । দারোয়ানে কাছে নিজের নাম-ঠিকানা জমা দিয়ে বসে থাকেন , এক সময়ের মিছিলের সাথী কমরেডের সাথে দেখা করতে । সেই কমিউনিষ্ট বন্ধু এখন শিল্পপতি । কমিউনিষ্ট হোলেই শিল্পপতি হওয়া যাবে না সেটা কে বলেছে? প্রলেতারিয়েটের হাতেই তো থাকবে শিল্পের চাবি -কাঠি ? তাই, প্রাক্তন প্রলেতারিয়েট নেতার হাতে শিল্প থাকাই তো নিরাপদ । উলটো স্রোতের বহতা সময়ে গাঁজার নৌকো উজান চলতেই পারে - এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

আসলে সমস্যার মূলে সেই পুরানো নীতিকথা । আমরা যা বিশ্বাস করি , সেভাবে নিজেকে প্রকাশ করি না । যে ভাবে নিজেকে বাইরে দেখাই , ভেতরের মানুষটা - তার চিন্তাচেতনা, ঠিক তার বিপরীত । এক মেকি মুখোশে ঢেকে রাখি নিজেদের মুখ । সুক্ষ্ণ চাতুরীর আবরণে আবৃত করে রাখি নিজেদের প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম । কট্টর কমিউনিষ্ট নেতার বাসায় ধর্মের ধ্বজা ওড়ে । সামাজিকতার ফালতু অজুহাতে স্বগোত্রীয় কিংবা স্বধর্মীয় পাত্র-পাত্রী খোঁজেন পারিবারিক বৈবাহিক সম্বন্ধে । অথচ ঘর থেকে দুই পায়ে ফেলেই প্রগতিশীলতার মুখোশে ঢুকিয়ে ফেলেন নিজেকে । কট্টর নাস্তিক্যবাদে চরম আস্থা, অথচ স্ব-ধর্মীয় মন্ত্রে -আয়াতেই নিজের বিশ্বাস রাখেন । সেই ফালতু অজুহাত পারিবারিক ঐতিহ্য ! লেখায় নাস্তিক কিংবা প্রগতিশীল হলেও ব্যক্তিজীবনের অবস্থান ঠিক বিপ্রতীপ কোণে !

কোনো প্রাতিষ্টানিক সামন্তে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠা প্রগতিশীলতার লক্ষন । এই যেমন, মানুষ ততটুকুই প্রগতিশীল , যতটুকু অবিশ্বাসী সামন্ত ধর্মীয় বিশ্বাসে । কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতি কিংবা মননের কাছে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠা , বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক । আমরা আমাদের কৃত-কর্মে সেই দলের বৃত্তেই ক্রমশ ভিড়ে যাচ্ছি নাকি?

(২)

আমি আর আমার স্ত্রী ঠিক করেই রেখেছি আমাদের সন্তানদের কোন ধর্মীয় শিক্ষা দেবো না । নানাবিধ কারণের অন্যতম যেটা সেটা হোলো ,প্রাতিষ্টানিক ধর্মীয় মূল্যবোধের বাইরেও এমন হাজারো মূল্যবোধ আছে - যা একজন মানুষের মানবিকতা বিকাশের জন্য যথেষ্ট । তাছাড়া আমাদের অভিমতে, সব ধর্মেই বিশ্বমানবতাকে খন্ডিত করে রাখা হয়েছে । বিধর্মী কিংবা অধর্মীদের অবজ্ঞা কিংবা অবহেলার নামে এক চরম বৈষম্যের চোখে দেখা হয়েছে । অথচ দেশে -প্রবাসে সেই বৈষম্যের বিরুদ্ধেই প্রাত্যহিক যুদ্ধ আমাদের । অধিকন্তু, আশে পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অধিকাংশ ধার্মিক মানুষের যা হতচ্ছাড়া মূল্যবোধের পাহাড় ! সেই পুরানো প্রবাদ - দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল । এ নিয়ে কারো সাথে আমাদের কোন বাকযুদ্ধও নেই । প্রজন্ম তার অধিকার পাচ্ছে কিনা সেটাই বড় কথা । আমরা এটাও দেখে নিশ্চিত হয়েছি , কানাডার সংবিধানে কোথাও উল্লেখ নেই যে, শিশুকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেই হবে । বরং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে তার ঠিক বিপরীত অর্থই প্রতিষ্টা পায় । অন্তত এই সার্বজনিন মৌলিক - মানবিক মূল্যবোধের জন্য এই দেশটি এখনো বিশ্বের নিপীড়িত মানুষে শেষ আশ্রয় স্থান। কিন্তু এক ফোঁটা গো চনার মতো এই মুক্ত মূল্যবোধের দেশটিও ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলছে তার বহু অহংকারের সেই আশ্রয়টুকুও ।

তিন বছরের বেশী সময় অভিবাসী বিবর্জিত এলাকায় থেকে অভিবাসীদের অনেক কিছুর সাথেই সম্পৃক্ততা হারিয়ে ফেলেছি । তাই অনেক কিছুই নতুন লাগে । কখনো চরম বিরক্তিকর কিছু কিছু । অর্ধযুগ বাইরে থাকলেও জীবনের অধিকাংশ সময় তো কেটেছে এদের সাথেই । তাই নিজেদের কেমন গা সহা হয়ে গেছে এসব । কিন্তু আমার সাড়ে ছয় বছরের ছেলে - ও এ সব শিখবে কোথায় ? তাই কোন শিশু-পার্কে যখন ওরই সমবয়সী কোন দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিবাসী শিশু হঠাৎ প্রশ্ন করে ,'' হোয়াট ইজ ইউওর রিলিজিয়ন ? আর ইউ মুস্যলিম, অর হিন্দু ?'' । চরম বিস্ময়ে আমার ছেলে অবাক চোখে তাকায় । প্রশ্নের দুর্বোদ্ধতায় চোখে মুখে চরম বিভ্রান্তি নিয়ে বলে ওঠে,'' হোয়াট, হোয়াট ইউ হ্যাব স্যায়েইড ? হোয়াট?'' । মহাশূন্যে রকেট বা এরোপ্লেন কিভাবে উড়ে , এটা ওর জানার আগ্রহ খুব ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু এ প্রশ্নগুলো নিয়ে এর চেয়েও চরমতম কঠিন জিজ্ঞাসা ওর কাছে ।

জানি না, এই কোমলমতি শিশুদের মাঝে ধর্মীয় এই বিভেদরেখা এত আগেই এঁকে দিয়ে কি শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন অভিভাবকেরা । কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না , প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলিমের কিংবা হিন্দুর দেশেও কিন্তু পারা যায় নি স্থায়ীভাবে বাস করতে । আর্থিক-ই হোক আর নিরাপত্তার জন্যই হোক অভিবাসী হোতে হয়েছে এই প্রায় শূন্য শতাংশ হিন্দু কিংবা মুসলমানের দেশেই । আমরা যদি সমস্ত পৃথিবীকে ছেঁয়ে দেই বিভিন্ন ধর্মীয় বাতাবরণে , আমাদের প্রজন্ম কোথায় যাবে এরপর ? এখনো স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি মঙ্গলগ্রহ বাস-উপযোগী কিনা ।

(৩)

তখন মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে তালেবান নামের মাদ্রাসার ছাত্রদের সংগঠন আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে । ধর্মীয় এই সংগঠনটি কোরাণ - সুন্নার ভিত্তিতে দেশের সব আইন-কানুন পরিচালনা করছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই । মানুষের সৃষ্ট-আইনের ধারে কাছে না যেয়ে নিজেদের বিশ্বাসের এবং আদর্শের পথেই আফগানিস্তান চালাচ্ছে ধর্মীয় আইনে। আর সে মতেই যত প্রকারের মধ্য-যুগীয় আইন-কানুনে চলছে তখনকার আফগানিস্তান । নারী শিক্ষা বন্ধ করা, প্রাচীন কৃষ্টি-সভ্যতার সমস্ত নিদর্শন ভেংগে ফেলা, অন্য ধর্মীয় মানুষদের চিহ্নিতকরণের জন্য বাড়িতে বাধ্যতামূলকভাবে পতাকা উড়ানোসহ ভিন্ন রংয়ের পোষাক পরিধান করা,

গান-বাজনা-সাহিত্য সংস্কৃতিসব নিষিদ্ধ করা । এসব তখন আফগানিস্তানের সংবিধানসম্মত ব্যাপার । আফগানিস্তানের বা তালেবানের প্রেক্ষিতে নিতান্তই সংগত ব্যাপার সেটা । কেউ একটি ভুলও দেখাতে পারে নি যে , কোথায় এবং কোন ব্যাপারটি তারা কোরান-সুন্নার ভিত্তিতে করে নাই । তালেবান যে আদর্শ নিয়ে এসেছিলো সেটাই তো তারা করছে । যদি মানবতার বিপক্ষে কিছু থেকে থাকে তাতে তালেবানের দোষ কোথায়। দোষ তো সেই আদর্শের !

অথচ আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষসহ পশ্চিমা দুনিয়াব্যাপী তখন প্রতিবাদের ঝড় । মোল্লা ওমরসহ তালিবানের বিরুদ্ধে সরব সবাই । মানবাধিকার লংঘনসহ সভ্যতা -সংস্কৃতি রক্ষার নামে তখন অনেকেই একখাট্টা । কিন্তু যেটা অতি আশ্চর্যের ঠেকেছে আমার কাছে তা হোলো , সবাই তালেবানের বিরুদ্ধে । কিন্তু তালেবান যে আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে এই বর্বরতা চালু করেছে তার বিরুদ্ধে কেউ সোচ্চার নয় । সংগঠন তালেবান কিংবা ব্যক্তি মোল্লা ওমরের অপরাধটা কোথায় সেটাই তো আমার বোধগম্য ছিল না তখন , এখনো নয় । ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদি শেষ হোলেই কি বিজেপির সেই বর্বর আদর্শ শেষ হবে ?

এখনো যে সেই কাজটি হচ্ছে না -সেটা নয় । শুধু একটি উদাহরণ দেই । প্রবাসে প্রগতিশীল নামধারী কিছু ব্যক্তি গজিয়েছেন, তাদের অনেকেই আবার নাস্তিক,অজ্ঞেয়বাদি এবং সংশয়বাদিদেরও উপদেষ্টা এবং শুভাকাংখী । কিন্তু নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রবল অটল । ধর্মে সবই আছে - ধর্ম সবর্ময় জীবন বিধান। যেমন অনেকেই মনে করেন -ব্যাদে (বেদে) সবই আছে । শুধু কিছু দুষ্টলোক তার ভুল ব্যাখ্যা করছে এই যা । ধর্ম অতি উত্তম। খারাপ শুধু জামাতে ইসলামী আর বিজেপি-বজরং । শরিয়া আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদি অথচ শরিয়ার উৎসমূলে নানা প্রগতিশীলতা আবিস্কার আর ব্যাখ্যা করে নিজে প্রগতিশীল সাজবার চেষ্টা করেন প্রতিনিয়ত । প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীন মধ্যযুগীয় ধর্ম গ্রন্থ বিশ্লেষন করে দেখানোর চেষ্টা করেন, কি চমৎকারভাবে সংগীতচর্চ্চায় উৎসাহের কথা লেখা আছে । ভাবখানা রবীন্দ্রসংগীতের কথাও বলা আছে এতে !

এই প্রসংগে একটি ঘটনা বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না । ডঃ আহমদ শরীফের আড্ডায় সদ্য ফিদেল ক্যাষ্ট্রোর দেশ কিউবা থেকে ফেরা এক প্রকৌশলীকে নিয়ে গেলাম একদিন । ভদ্রলোক প্রায় পনেরো বছর কিউবা থেকেছেন । নিজেকে কমিউনিষ্ট মনে করেন । পেশাগত পরিচয় থেকে নিজের আগ্রহেই ঘনিষ্টতা । সে হিসেবেই মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়েই অতি উৎসাহী হয়ে দলভারি করার সুপ্ত ইচ্ছে থেকেই স্যারের কাছে নিয়ে যাওয়া ।

মাত্র কয়েক কথার পরেই ডঃ আহমদ শরীফ জিজ্ঞেস করলেন ,‘‘কমিউনিষ্ট তো হয়েছেন বললেন, নাস্তিক হয়েছেন ? ’’
ভদ্রলোক বললেন ,‘‘ না, নাস্তিক হবো কেনো, আমি একজন মুসলমান ।’’
ডঃ আহমদ শরীফ বেশ দৃঢ়ভাবে উচ্চ কন্ঠে বললেন ,‘‘ তা হলে আমাদের আড্ডায় কেনো, ওই কুঁড়েঘরওয়ালা ন্যাপ মোজ্জাফফরের কাছে যান । ধর্ম -কর্ম সমাজতন্ত্র দু’টোই করতে পারবেন ।’’ পরে কোন দিন আর ওই ধর্মবিশ্বাসী কমিউনিষ্টকে স্যারের আড্ডায় দেখি নি ।

আমাদের সেই নাস্তিক , অজ্ঞেয়বাদি, সংশয়বাদি গোষ্ঠির উপদেষ্টা পরিষদে ওই রকম কিছু শরিয়াবিরোধী অথচ ইসলামে বিশ্বাসী আস্তিক মানুষের সমাবেশ দেখে সে কথাটিই মনে পড়লো । সোনার পাথর বাটি যদি না হয়, ধর্মে বিশ্বাসী তথাকথিত প্রগতিশীল আস্তিক কি করে নাস্তিকদের উপদেষ্টা আর সহযোগী হয় ? ধর্মী-কর্মী -সমাজতন্ত্রীদের মতোই এরা না বন্ধু নাস্তিকের , না বন্ধু আস্তিকের ।
(চলবে)
।। জুলাই ১৬,২০০৮ ,নায়েগারা ফলস, কানাডা ।।